রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৩ সনের ৩২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ১০, ২০২৩

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫০৫—৫১২	৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
		৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৪১—৯৫৮	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
		(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
		(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৭৭	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৪১—৮৫১	(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ মে ২০২৩ খ্রিঃ

নং **১৭.০০.০০০০.০১৫.৫৫.১২৫.০৫-১৯৮**—বনানী থানায় দায়েরকৃত মামলা নং-১৮ (৩) ২০২৩, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১১ (খ) ধারায় জনাব মোঃ আছলাম, সিনিয়র সহকারী সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা জেল হাজতে থাকায় সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৯ (২) এবং বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি ৭৩ নোট-২ অনুযায়ী তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) পাবেন।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহাংগীর আলম
সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৮ চৈত্র ১৪২৯/১১ এপ্রিল ২০২৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০১.১৯ (বি.মা.)-**১৫১**—যেহেতু জনাব শিলু রায় (পরিচিতি নং-১৬৬৭১), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শিবপুর, নরসিংদী বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ, তাঁর ব্যক্তিগত ফেইসবুক হতে ধারাবাহিকভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে মিথ্যা স্ট্যাটাস দেওয়ার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক "অসদাচরণ"-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ২৩-০৫-২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০১.১৯(বি.মা.)-২৪৫ নং স্মারকমূলে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয় ; এবং

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে ২৫-০৭-২০১৯ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় ; এবং

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব) উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ব্রেনজন চাম্বুগং, উপপরিচালক (উপসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানিকালে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি ড. এ.টি.এম. মাহবুব-উল করিম (পরিচিতি নং-১৫১৯৫), অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীতে উল্লিখিত অভিযোগ সমর্থন করে বলেন যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব শিলু রায় তাঁর ব্যক্তিগত ফেইসবুক হতে ধারাবাহিকভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে মিথ্যা স্ট্যাটাস দিয়েছেন অপরপক্ষে জনাব শিলু রায় ব্যক্তিগত শুনানিকালে বলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর অর্পিত দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন ও জনহিতকর কর্মকাণ্ড শুরু করেন এবং সততা ও ন্যায় নিষ্ঠার সাথে এ সমস্ত কাজ শেষ করার আগেই নির্বাচন পরিচালনা করার অযোগ্য বলে তাঁকে মাঠ প্রশাসন হতে প্রত্যাহর করে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন এনআইএলজিতে পদায়ন করা হয় এবং সেখানেও দুই মাস অবধি পদ শূন্য না থাকায় পরবর্তীতে এসাইনমেন্ট অফিসার হিসেবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে পদায়ন করা হয়, তাঁর দুই বছর বয়সের শিশু সন্তানকে দেখাশুনা করার মত ঢাকায় কেউ না থাকায় এবং শিশু সন্তানকে দেখাশুনা করতে গিয়ে বৃদ্ধ পিতা মাতা অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে তিনি যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তা রাষ্ট্র বা কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নয়, সর্বোপরি কোন ভুল হয়ে থাকলে তা একান্তই অনিচ্ছাকৃত উল্লেখ করে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন; এবং

যেহেতু বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত জবাব, তথ্য-প্রমাণ, প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত জবাব ইত্যাদি পর্যালোচনায় বেগম শিলু রায় কর্তৃক তাঁর ব্যক্তিগত ফেইসবুক হতে ধারাবাহিকভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে মিথ্যা স্ট্যাটাস দেওয়ার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারোক্তিসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় তাঁকে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হয় এবং তিনি তাঁর উপর আরোপিত দণ্ড পুন:বিবেচনার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে ৩০-১০-২০১৯ তারিখে আবেদন করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে তাঁর আবেদন না-মঞ্জুর করেন ; এবং

যেহেতু তিনি উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১, ঢাকায় এ.টি মামলা নং-৮৮/২০২০ দায়ের করেন এবং উক্ত এ.টি মামলায় বিজ্ঞ বিচারক গত ১৩-১০-২০২২ তারিখে তাঁর অনুকূলে দোতরফা সূত্রে আদেশ প্রদান করেন যে "That the AT Case is allowed on contest against the opposite party no.1and exparte against the rest without any order as to costs. Accordingly, the impugned order date 30-07-2019 passed by the opposite party on.1, the Secretary, Ministry of Public Administration imposing the penalty of Censure on the petitioner is declared to be illegal and hereby set aside" ; এবং

যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের আইন-২ শাখা হতে ২০-০৩-২০২৩ তারিখের ২৫ নং স্মারকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার মোঃ রাজু মিয়ার আইনগত মতামতের ভিত্তিতে উল্লিখিত মামলা রায়/আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে মর্মে জানানো হয়েছে ;

সেহেতু জনাব শিলু রায় (পরিচিতি নং-১৬৬৭১), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শিবপুর, নরসিংদী বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর অভিযোগে প্রদত্ত 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ডের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ৮৮/২০২০ নং এটি মামলায় তাঁর পক্ষে আদেশ হওয়ায় তাঁকে উক্ত 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ডের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ১৩ বৈশাখ ১৪৩০/২৬ এপ্রিল ২০২৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০২.২০ (বি.মা.)-১৬২—যেহেতু জনাব মোঃ আব্দুল ওয়ারেছ আনসারী (পরিচিতি নং-১৭২৭৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাবতলী, বগুড়া বর্তমানে উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ গত ০১-১১-২০১৮ তারিখ থেকে ১৯-০৮-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাবতলী, বগুড়া হিসেবে কর্মরত থাকাকালে বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন হাট-বাজারের বাংলা ১৪২৬ সনের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ডাকুমারা হাটের ইজারা প্রদানের নিমিত্ত ১৪-০২-২০১৯ তারিখে ৪ (চার) টি দরপত্র দাখিল করা, সর্বোচ্চ ডাককারী জনাব মোঃ আহসান হাবিব সেলিম-এর দর ১,৮৪,৯০,০০০/- (এক কোটি চুরাশি লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা সর্বোচ্চ হওয়ায় তাকে উপজেলা নির্বাহী অফিস হতে ০৪-০৩-২০১৯ তারিখের মধ্যে অবশিষ্ট টাকা জমা প্রদানের জন্য পত্র দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ দরদাতা জনাব মোঃ আহসান হাবিব সেলিম ইজারামূল্য পরিশোধে অপারগতা প্রকাশ করায় তার ইজারা বাতিলপূর্বক দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা জনাব মোঃ আব্দুল মতিন সরকার এর দাখিলকৃত ১,৬০,৫০,১০০/- (এক কোটি ষাট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার একশত) টাকার দর গ্রহণ না করে চতুর্থ পর্যায়ে দরপত্র আহবান করে পুনরায় একই ব্যক্তি জনাব মোঃ আহসান হাবিব সেলিম-এর অনুকূলে ১,৮৪,৯০,০০০/- (এক কোটি চুরাশি লক্ষ নব্বই হাজার) টাকার স্থলে ৯১,১১.১১১/- (একানব্বই লক্ষ এগার হাজার একশত এগার) টাকায় ইজারা প্রদান করা এবং ডাকুমারা হাটের জন্য সর্বোচ্চ দরদাতা জনাব মোঃ আহসান হাবিব সেলিম তার দাখিলকৃত উদ্ধৃত দরের টাকা যথাসময়ে জমা প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় সরকারি হাট-বাজার ইজারা নীতিমালা, ২০১১ অনুযায়ী উদ্ধৃত দরের ৩০% জামানত ৫৫,৪৭,০০০/- (পঞ্চান্ন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার) টাকার পরিবর্তে ৫% জামানত ৯,২৪,০০০/- (নয় লক্ষ চব্বিশ হাজার) টাকা বাজেয়াপ্ত করে সরকারের ৪৬,০১,৫০০/- (ছয়চল্লিশ লক্ষ এক হাজার পাঁচশত) টাকার রাজস্ব ক্ষতিসাধন করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণ' এর অভিযোগ আনয়ন করে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী কেন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হবে না বা অন্য কোন উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না এ মর্মে উক্ত বিধিমালার বিধি ৭(১)(খ) মোতাবেক প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্য দিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য বলা হয় এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও তাঁর লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় ; এবং

২। যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ০৭ জুন ২০২০ তারিখ তাঁর লিখিত জবাব দাখিল করায় তাঁর জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে ২১ জুলাই ২০২০ তারিখ সকাল ১১.৩০ টায় ব্যক্তিগত শুনানির দিন ধার্য করা হলে তিনি জাপানের ইয়ামাগুচি বিশ্ববিদ্যালয়ে ০২ বছর মেয়াদী মাস্টার্স কোর্সে অধ্যয়নরত থাকায় এবং কোভিড-১৯ মহামারির কারণে জাপান হতে বাংলাদেশের ফ্লাইটসমূহ স্থগিত থাকায় সেই মুহূর্তে বাংলাদেশে এসে তাঁর পক্ষে ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করা বাস্তবতার নিরিখে সম্ভবপর নয় বিধায় ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর উচ্চ শিক্ষা সমাপনান্তে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ব্যক্তিগত শুনানির তারিখ নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করায় তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মোট ৭(সাত) বার ব্যক্তিগত শুনানির জন্য তাঁকে সময় দেওয়া হয় এতদ্ব্যতীত এ বিষয়ে তিনি যেন ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তাঁকে দেশে আসার সুযোগ দেওয়ার জন্য জাইকা কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রেরণ করা হলে জাইকা কর্তৃপক্ষ গত ১২-১১-২০২০ তারিখের প্রেরিত জবাবে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি বা মার্চে তিনি শুনানিতে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন মর্মে উল্লেখ করায় ০২-০৩-২০২১ তারিখ উক্ত বিভাগীয় মামলার শুনানির দিন ধার্য করা হলেও অভিযুক্ত কর্মকর্তা পুনরায় সময়ের আবেদন দাখিল করে শুনানিতে অনুপস্থিত থাকায় যেহেতু তাঁকে ০৭ (সাত) বার সময় মঞ্জুর করা হয়েছে এবং জাইকা কর্তৃপক্ষের অনুরোধ মতে তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল সেকারণে তাঁর সময়ের আবেদন না-মঞ্জুর করা হয় ; এবং

৩। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগ ও সার্বিক বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭ (২) (ঘ) বিধি অনুযায়ী মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তদন্ত কর্মকর্তা গত ০২-১০-২০২২ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক পুনঃতদন্ত প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় ২৬-১০-২০২২ তারিখ মামলাটি পুনঃতদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হলে তদন্ত কর্মকর্তা মামলাটি পুনঃতদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন ; এবং

৪। যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন যে, উল্লিখিত ৯৩,৭৮,৮৮৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতিসাধনের বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি তবে ডাকুমারা হাটের ১ম পর্যায়ে ইজারা ডাকে সর্বোচ্চ দরদাতা জনাব মোঃ আহসান হাবীব সেলিম-এর দরপত্র বাতিল করে জামানত হিসেবে জমাকৃত ৩০% অর্থের মধ্যে ৫% অর্থ বাজেয়াপ্ত করে ২৫% অর্থ ইজারা ডাককারীকে ফেরত দিয়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তব্য কাজে অবহেলা ও সরকারের ৪৬,০১,৫০০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয় এবং নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় বাংলা ১৪২৬ সনের গাবতলী উপজেলার হাট-বাজার ইজারার দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণীতে উল্লেখ রয়েছে "স্থানীয় সরকার বিভাগের ২১ শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.০৪১.০৩০.০২.২০২১.৮৭০ নং স্মারকে জারীকৃত সরকারি হাট-বাজার সমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা, ২০১১ অনুযায়ী তার দরপত্রটি বাতিল করে দাখিলকৃত ইজারা মূল্যের অর্থ বাজেয়াপ্ত করে হাট-বাজার দরপত্র মূল্যায়ন ও ইজারা প্রদান কমিটি ০৪-০৪-২০১৯ তারিখের পূর্বের ইজারা বাতিল পূর্বক ২৭-০১-২০১৯ তারিখে প্রকাশিত ইজারা বিজ্ঞপ্তি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পুনরায় ইজারা দরপত্র আহব্বান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়" কিন্তু ফাইল নোট অনুযায়ী জনাব মোঃ আব্দুল ওয়ারেছ আনসারী (পরিচিতি নং-১৭২৭৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাবতলী, বগুড়া একক সিদ্ধান্তে ৩০% জামানতের পরিবর্তে ৫% জামানত বাজেয়াপ্ত করেন সর্বোপরি তদন্ত কর্মকর্তা তাঁর মতামতে উল্লেখ করেন যে, সরকার পক্ষে গৃহীত ০৫ (পাঁচ) জন সাক্ষীর জবানবন্দী, অভিযুক্ত কর্মকর্তাসহ তাঁর পক্ষে অন্য দুই জন সাক্ষীসহ মোট ০৩ (তিন) জনের জবানবন্দী, পুনঃতদন্তকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, সমুদয় কাগজপত্র ও এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যালোচনায় জনাব মোঃ আব্দুল ওয়ারেছ আনসারী (পরিচিতি নং-১৭২৭৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাবতলী, বগুড়া বর্তমানে উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(ঘ) মোতাবেক আনীত 'দুর্নীতি পরায়ণতার' অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি তবে একই বিধিমালার বিধি ৩(খ) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে ;

৫। সেহেতু জনাব মোঃ আব্দুল ওয়ারেছ আনসারী (পরিচিতি নং-১৭২৭৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাবতলী, বগুড়া বর্তমানে উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে অসদাচরণ এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁর 'বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি ০২ (দুই) বৎসরের জন্য স্থগিত' রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো এবং তিনি ০২ (দুই) বৎসরের বর্ধিত বেতন কখনও প্রাপ্য হবেন না, ০২ (দুই) বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তৃতীয় বৎসর হতে তিনি বর্ধিত বেতন প্রাপ্য হবেন মর্মে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

উনি-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ বৈশাখ ১৪৩০/২৭ এপ্রিল ২০২৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০৫১.২৩-৩৬৪—যেহেতু জনাব ইফতেখার আহমেদ (পরিচিতি নং-৭৭২৪), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় [প্রাক্তন উপপরিচালক (সংস্থাপন), খাদ্য অধিদপ্তর] এর বিরুদ্ধে শাহাবাগ থানার ০৭-১০-২০১৫ তারিখের ০৭ নং মামলায় শাহাবাগ থানার অভিযোগপত্র নং-৩৭/১(৩৩৯), তারিখ: ২৭-০৯-২০২২ বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়েছে;

যেহেতু, বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক উক্ত অভিযোগপত্র গত ২৪-০১-২০২৩ তারিখে গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব ইফতেখার আহমেদ (পরিচিতি নং-৭৭২৪)-কে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন এর ধারা ৩৯(২) অনুযায়ী ২৪-০১-২০২৩ তারিখ হতে সরকারি চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ চৈত্র ১৪২৯/৯ এপ্রিল ২০২৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৪.২১.১২৮—যেহেতু জনাব সুমিত সাহা (পরিচিতি নং-১৮০০২), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), কাঠালিয়া, ঝালকাঠি (বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত) হিসাবে কর্মকালে কাঠালিয়া উপজেলার "মেসার্স ত্বহা ব্রিকস"-এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা জরিমানা করলেও ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকার রসিদ প্রদান করে অবশিষ্ট ২,০০,০০০/- টাকা আত্মসাতের অপচেষ্টার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" এবং "দুর্নীতিপরায়ণতা"-এর অভিযোগে গত ২৩-০৬-২০২১ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৪.২১.১৮৮ নং পত্রের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ৩০-০৬-২০২১ তারিখের কারণ দর্শানোর জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ০৫-০৯-২০২১ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে মর্মে প্রতিয়মান হওয়ায় আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২) (ঘ) বিধি অনুযায়ী একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা ১৬-১০-২০২২ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন কিন্তু তদন্ত এবং প্রতিবেদনে অর্থ লেনদেনের সময় উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য যথাযথভাবে আমলে না নেয়ায় অভিযোগটি পুনরায় তদন্ত করে এবং প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের বক্তব্য সঠিকভাবে পর্যালোচনা করে জরুরি ভিত্তিতে পুনঃতদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তদন্ত কর্মকর্তাকে আদেশ দেওয়া হয়; এবং

৪। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ১৬-০২-২০২৩ তারিখে পুনঃতদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং দাখিলকৃত প্রতিবেদনে জনাব সুমিত সাহা (পরিচিতি নং-১৮০০২),-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণতা"-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়;

৫। সেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত উভয় পক্ষের বক্তব্য, পুনঃতদন্ত প্রতিবেদন এবং নথির অন্যান্য কাগজপত্র ও প্রাসঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনায় জনাব সুমিত সাহা (পরিচিতি নং-১৮০০২), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত এবং প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), কাঠালিয়া, ঝালকাঠি-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) এবং ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণতা"-এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। তবে নবীন কর্মকর্তা হিসাবে জনাব সুমিত সাহা (পরিচিতি নং-১৮০০২),-এর অপেক্ষাকৃত কম বয়স ও অভিজ্ঞতা বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) (ঘ) বিধি অনুযায়ী জনাব সুমিত সাহা (পরিচিতি নং-১৮০০২)-কে আগামী ২ (দুই) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ ৯ম গ্রেডের ২২০০০—৫৩০৬০/-টাকা বেতন স্কেলের নিম্নতম ধাপ ২২০০০/-টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণ-সূচক 'লঘুদণ্ড' প্রদান করা হলো; তবে দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ২২০০০—৫৩০৬০/-টাকা বেতন স্কেলের (৯ম গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন; তিনি বকেয়া কোনো আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন না।

৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
শুল্ক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/১৫ মে ২০২৩

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.৬৭.০০৬.২৩.১৯৭—মোঃ গোলজার হোসেন, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টম হাউস, ঢাকা; বাংলাদেশ পুলিশ এর সাব-ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) পদ হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট অনুবিভাগে 'সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, হিসেবে যোগদান করায় বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (১ম খণ্ড) এর বিধি-৪২ এবং বিধি-৩০০(বি) অনুযায়ী তার মোট পেনশনযোগ্য চাকুরীকাল গণনা ও বেতন নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত শর্তে পূর্বতন চাকরির (৩০ আগস্ট ২০১৭ হতে ৩০ নভেম্বর ২০২২) ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ করা হলো।

শর্তসমূহ :

(১) পূর্ব পদের চাকরিকাল পেনশনের জন্য গণনার ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটি থাকলে উক্ত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় গণনা করা যাবে না;

(২) বর্তমান পদে পূর্ব পদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

তারিখ: ৩১ বৈশাখ ১৪৩০/১৪ মে ২০২৩

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.৬৫.০৮২.২২.১৮০—মোঃ রাসেল আহমেদ, সহকারী কমিশনার, কাস্টম এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের "প্রভাষক" পদ হতে বি.সি.এস. (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডারে যোগদান করায় বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (১ম খণ্ড) এর বিধি-৪২ এবং বিধি-৩০০(বি) অনুযায়ী তার মোট পেনশনযোগ্য চাকুরীকাল গণনা ও বেতন নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত শর্তে পূর্বতন চাকরির (০৭ এপ্রিল ২০১৯ হতে ০৩ ডিসেম্বর ২০২২) ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ করা হলো।

শর্তসমূহ :

(১) পূর্ব পদের চাকরিকাল পেনশনের জন্য গণনার ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটি থাকলে উক্ত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় গণনা করা যাবে না;

(২) বর্তমান পদে পূর্ব পদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কে.এম. আলমগীর কবীর
উপসচিব।

অর্থ বিভাগ
ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ
ডিএসএল-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/১৬ মে ২০২৩

নং০৭.০০.০০০০.১৪১.১১.০০৪.১৯-৪১—ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এর ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৬) অনুসারে জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিতা-মৃত মোবারক আলি সরদার, ফ্লাট # এ/৪, ভিলা-ডি-এস্তে-৭, ময়মনসিংহ রোড, পরিবাগ, ঢাকা-১০০০ কে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগের নির্বাহী পরিচালক পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো। এ নিয়োগের মেয়াদকাল যোগদানের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর।

২। ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এর ধারা ১৪ অনুযায়ী ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালকের পারিশ্রমিক, ভাতা, সুযোগ-সুবিধা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে। তবে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত তিনি পারিশ্রমিক বাবদ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বাড়ী ভাড়া ও অন্যান্য সুবিধাসহ সর্বসাকুল্যে মাসিক ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং গাড়ি ও ড্রাইভারের সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

৩। অর্থ বিভগের সাথে পৃথক একটি চুক্তি সম্পাদন সাপেক্ষে এ নিয়োগ কার্যকর হবে।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ প্রার্থীর যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফাতিমা ইয়াসমিন
সিনিয়র সচিব।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
শুল্ক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ বৈশাখ ১৪৩০/১০ মে ২০২৩

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.৬৫.০৮০.২২.১৭২—মোঃ আরিফুল ইসলাম (পরিচিতি নং-৩০০৪৪২), সহকারী কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রাজশাহী বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের "প্রভাষক" পদ হতে বি.সি.এস. (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডারে যোগদান করায় বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (১ম খণ্ড) এর

বিধি-৪২ এবং বিধি-৩০০(বি) অনুযায়ী তার মোট পেনশনযোগ্য চাকুরীকাল গণনা ও বেতন নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত শর্তে পূর্বতন চাকরির (১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ হতে ০৩ ডিসেম্বর ২০২২) ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ করা হলো।

শর্তসমূহ :

(১) পূর্ব পদের চাকরিকাল পেনশনের জন্য গণনার ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটি থাকলে উক্ত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় গণনা করা যাবে না;

(২) বর্তমান পদে পূর্ব পদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কে.এম. আলমগীর কবীর
উপসচিব।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ বৈশাখ ১৪৩০/১০ মে ২০২৩

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৪.১৭-৮৫—কর্মসংস্থান ব্যাংক আইন, ১৯৯৮ এর ধারা ৯(১)(ক) ও ১০(১) অনুযায়ী কর্মসংস্থান ব্যাংক-এর পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক ও চেয়ারম্যান পদে জনাব মোঃ নূরুল আমিন, সিনিয়র সচিব (অবসরপ্রাপ্ত)-এর স্থলে জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, সচিব (অবসরপ্রাপ্ত)-কে ২(দুই) বছর মেয়াদে নিয়োগ করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৮ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/১১ মে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০৪৯.১৯.১৩২—The State Acquisition And Tenancy Act. 1950 (Act XXVlll of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules. 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এইমর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	চর ভুতা	২১৭	৩৬০৩	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০৬.১৭.১৩১—The State Acquisition And Tenancy Act. 1950 (Act XXVlll of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules. 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	চকদলু	৪১	২০৭	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
২	বোয়ালমারী শিবপুর	১৩৬	২২১	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
৩	ভেবটগাড়ী	১৬৮	১৯৩	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
৪	পশ্চিম ফতেপুর	১৭১	২৭১	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
৫	ফাজিলপুর	৫৬	১৫৩	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
৬	ছোট মাগুরা	৯২	৩৫৭	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
৭	অভিরামপুর	১০৫	২৬৫	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
৮	চাকলা	১৭৭	৯৮	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
৯	কাঞ্চনডোব	১৩১	২২১	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
১০	রতনপুর	১০১	১৪৩	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
১১	নেহালগাঁও	১১০	৩৫৯	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১২	সেনীহারী	০৩	১৯৪	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৩	দেউর	১১৮	৫৭৮	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৪	সাদামহাল	৭৮	৫১০	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৫	দিঘড়ী	২২	২৩০	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৬	সনকাই	৩৫	২৭৩	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৭	লোহাগাঁও	৯৯	২৫৩	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৮	বড় বালিহারা	১১৫	১৮২	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৯	রসুলপুর	১৪৪	২২৬	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
২০	চাপাইডাঙ্গী	১২৬	৩০৫	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
২১	বন্ধুগাঁও	১০৮	২০২	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
২২	টেনা	০২	৬২০	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
২৩	জালিহোর	০৬	২১৭	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
২৪	মহেশাইল	২৮	৩৩০	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
২৫	হরিশচন্দ্রপুর	৫৮	৩৩৮	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
২৬	বনগাঁও	৭৭	৬৫২	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
২৭	যশোহর	১২৭	৩২৬	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
২৮	মাহেরপুর	১৩৩	৬৬২	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
২৯	ফুটকিবাড়ী	০১	৬১৩	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
৩০	পলাশবাড়ী	১৪২	৩০৭	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
৩১	রণগাঁও	৮০	৬৩৪	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
৩২	রণটী	৪০	৮৮	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
৩৩	চকরামপুর	৩২	৩৩৩	খানসামা	দিনাজপুর
৩৪	হরানন্দপুর	১২১	১৬০	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
৩৫	বড়হাট্টা উচিৎপুর	০৫	২৭৫	ঘোড়াঘাট	দিনাজপুর
৩৬	বলাহার	৬৮	১৯৬	ঘোড়াঘাট	দিনাজপুর
৩৭	ধলিহার	৮১	২২৫	ঘোড়াঘাট	দিনাজপুর
৩৮	গড়বাড়ী	২৬	১৬২	বিরল	দিনাজপুর
৩৯	উত্তর পলাশবাড়ী	২৭	১০৫	বিরল	দিনাজপুর
৪০	ফুলবাড়ী	৫০	১০৬	বিরল	দিনাজপুর
৪১	বাসুদেবপুর	৫১	২৯৯	বিরল	দিনাজপুর
৪২	কাটীহারী	৫৭	১০১	বিরল	দিনাজপুর

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
৪৩	মাগুরাবান্দ	৯০	১০৯	বিরল	দিনাজপুর
৪৪	নন্দগাঁও	৩৫	১৮১	বীরগঞ্জ	দিনাজপুর
৪৫	চক মোহনপুর	৪১	১৮৮	বীরগঞ্জ	দিনাজপুর
৪৬	কাদিয়ারা	১৩	২৬০	হরিপুর	ঠাকুরগাঁও
৪৭	জোত শুকুর	৩৭	১৩৫	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
৪৮	কালীচরণ	৩৯	১৬০	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
৪৯	দন্ডপাল আরাজী	৬৬	১৩৭	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭১.১৯.১৩৩—The State Acquisition And Tenancy Act. 1950 (Act XXVlll of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules. 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	কোরবানপুর	২৪	২৫৪৬	কুলাউরা	মৌলভী বাজার
২	দৌলতপুর	২৭	১৩৩৬	কুলাউরা	মৌলভী বাজার
৩	ফটিউলি	১১৭	৩৫৩	কুলাউরা	মৌলভী বাজার
৪	মির্জ্জাপুর উত্তর	০৫	৫৭১	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ
৫	মানিকচক্	৪৩	৮৫৯	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ
৬	দুঃশাসন	১০০	২৬৭	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ
৭	সুলতানশী	১২১	৯৮৬	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ
৮	ঘোড়াবই	১৩২	৪০১	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ
৯	এতবারপুর	১৪৬	৩৫৮	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ
১০	গাজিপুর	৩০	৪১৭	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১১	রসুলপুর	৩২	৩৯৯	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১২	ফুলপুর	৩৩	২৫৭	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১৩	শ্রীবাউর সাদেকপুর	৩৬	৪৬৭	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১৪	রহমতপুর	৬৫	২৮২	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১৫	ইচাকুটা	৭৫	৪২৮	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১৬	বাসুদেবপুর চক্	৭৬	২৫৭	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১৭	পানারগাঁও	৮৮	২৯১	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১৮	নিয়াজপুর	৯০	৮৯৯	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১৯	শ্রীবাড়ী টি টেস্ট	৯২	২২	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
২০	মুছিকান্দি পূর্বপাড়, জিবধরছড়া দক্ষিণকিত্তে কুলচন্দ্র ত্রিপুরাপুঞ্জি	৯৩	২৬	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
২১	দৌলত খাঁ	১১১	২৯১	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
২২	রাজলক্ষ্মীপুর	১৩০	২৮৬	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
২৩	বড়বাড়ী	১৩২	২০৬	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
২৪	কাচুয়া	১৩৩	৯৮৩	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
২৫	বড় ঝুষ	১৩৯	৬৫৯	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
২৬	হাওর লস্করিয়া	১৪৪	৪০৫	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
২৭	রানীর কোট	১৪৯	২৯৩	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
২৮	রাকি	১৫১	৩০৮	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
২৯	শিবপাশা	৯২	৯৮৩	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ

তারিখ: ২৫ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/০৮ মে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০১১.২১.১৩০—The State Acquisition And Tenancy Act. 1950 (Act XXVlll of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules. 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এইমর্মে ঘোষণা করা যায় যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল, নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	মহিষবাথান	৩০	৯১১	বগুড়া সদর	বগুড়া
২	মাগুড়া	১২৭	১৪০৭	কাহালু	বগুড়া
৩	ছাইহাটা	৮৩	১৮৩০	সারিয়াকান্দি	বগুড়া
	বন্নুরবাড়ী	৫৫	৭৯১	সারিয়াকান্দি	বগুড়া
	বিশ্বা	৬৪	৬৫৯	শেরপুর	বগুড়া
	পিন্ডারহাটী	৬৬	১২৭৩	ধুনট	বগুড়া

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম এম আরিফ পাশা
যুগ্মসচিব (জরিপ)।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাণিজ্য সংগঠন-২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ৫ বৈশাখ ১৪৩০/১৮ এপ্রিল ২০২৩

নং ২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০১৬.১৪.১৮৮—'প্রাইভেট রেডিও ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টিও লাইসেন্স প্রাপ্ত একটি বাণিজ্য সংগঠন; যার লাইসেন্স নং-১০/২০১৪, তারিখ ১০-০৯-২০১৪;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত পত্রাদির জবাব দেয়নি;

যেহেতু, টিও লাইসেন্স প্রাপ্তির পর থেকে বাণিজ্য সংগঠনটি লাইসেন্সের বিধি বিধান পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট নথিতে পাওয়া যায়নি;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি বার্ষিক সভার কার্যবিবরণীতে উত্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি অডিট রিপোর্ট, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং ব্যালেন্সসীট নিয়মিতভাবে দাখিল করেনি;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর নিয়মাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, ২৬-১০-২০১৪ তারিখে আরজেএসসিতে নিবন্ধন পরবর্তী কোন রিটার্ন পরিদপ্তরে দাখিল করা হয়নি; এবং

যেহেতু, লাইসেন্স বাতিল কেন করা হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে এবং নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হবার পরও জবাব পাওয়া যায়নি;

সেহেতু, প্রাইভেট রেডিও ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর অনুকূলে লাইসেন্স মঞ্জুরের পর থেকে সংগঠনটি সম্পূর্ণ অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে বিধায় বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২-এর ৫ ধারা এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর ১১ (১) বিধির আওতায় "প্রাইভেট রেডিও ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ"-এর অনুকূলে ১০-০৯-২০১৪ তারিখে প্রদত্ত লাইসেন্স নম্বর ১০/২০১৪ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

নং ২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০৫১.৮৭.১৮৫—'বাংলাদেশ জুট এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন' সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টিও লাইসেন্স প্রাপ্ত একটি বাণিজ্য সংগঠন; যার লাইসেন্স নং-০১/১৯৮৫, তারিখ ০২-০১-১৯৮৫;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত পত্রাদির জবাব দেয়নি;

যেহেতু, টিও লাইসেন্স প্রাপ্তির পর থেকে বাণিজ্য সংগঠনটি লাইসেন্সের বিধি বিধান পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট নথিতে পাওয়া যায়নি;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি বার্ষিক সভার কার্যবিবরণীতে উত্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি অডিট রিপোর্ট, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং ব্যালেন্সসীট নিয়মিতভাবে দাখিল করেনি;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর নিয়মাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, বাংলাদেশ জুট এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন-এর সাংগঠনিক কার্যক্রমের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০৫১-৮৭, তারিখ: ২১-০৯-২০২২ এর মাধ্যমে বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২-এর ৬(১) ধারা অনুযায়ী সুপ্ত বাণিজ্য সংগঠন ঘোষণা করা হয়েছে;

যেহেতু, ঘোষণা পত্রটি সংগঠনের অফিস ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং সংগঠনটি সুপ্ত ঘোষণা করার পরেও সংগঠনের পক্ষ হতে কোন হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণ বা যোগাযোগ করা হয়নি;

সেহেতু, বাংলাদেশ জুট এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন-এর অনুকূলে লাইসেন্স মঞ্জুরের পর থেকে সংগঠনটি সম্পূর্ণ অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে বিধায় বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২-এর ৫ ধারা এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর ১১ (১) বিধির আওতায় "বাংলাদেশ জুট এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন"-এর অনুকূলে ০২-০১-১৯৮৫ তারিখে প্রদত্ত লাইসেন্স নম্বর ০১/১৯৮৫ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

নং ২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০৫৫.১১.১৮৯—'বাংলাদেশ পণ্য পরিবহন এজেন্সী মালিক সমিতি' সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টিও লাইসেন্স প্রাপ্ত একটি বাণিজ্য সংগঠন; যার লাইসেন্স নং-৩১/২০১২, তারিখ ২০-০৫-২০১২;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত পত্রাদির জবাব দেয়নি;

যেহেতু, টিও লাইসেন্স প্রাপ্তির পর থেকে বাণিজ্য সংগঠনটি লাইসেন্সের বিধি-বিধান পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনের হালনাগাদ নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট নথিতে পাওয়া যায়নি;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি বার্ষিক সভার কার্যবিবরণীতে উত্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি অডিট রিপোর্ট, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং ব্যালেন্সসীট নিয়মিতভাবে দাখিল করেনি;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর নিয়মাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, নিবন্ধনের পরে আরজেএসসিতে কোন রিটার্ন/তথ্যাদি দাখিল করা হয়নি; এবং

যেহেতু, লাইসেন্স বাতিল কেন করা হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে এবং নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হবার পরও জবাব পাওয়া যায়নি;

সেহেতু, 'বাংলাদেশ পণ্য পরিবহন এজেন্সী মালিক সমিতি'-এর অনুকূলে লাইসেন্স মঞ্জুরের পর থেকে সংগঠনটি সম্পূর্ণ অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে বিধায় বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২-এর ৫ ধারা এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর ১১ (১) বিধির আওতায় "বাংলাদেশ পণ্য পরিবহন এজেন্সী মালিক সমিতি"-এর অনুকূলে ২০-০৫-২০১২ তারিখে প্রদত্ত লাইসেন্স নম্বর ৩১/২০১২ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

তারিখ: ২৭ বৈশাখ ১৪৩০/১০ মে ২০২৩

নং ২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০২৩.৮৯.২২৮—'বাংলাদেশ টোব্যাকো প্রোডাক্টস পরিবেশক সমিতি' সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টিও লাইসেন্স প্রাপ্ত একটি বাণিজ্য সংগঠন; যার লাইসেন্স নং-১৬/৮৯, তারিখ ১৪-০৩-১৯৮৯;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত পত্রাদির জবাব দেয়নি;

যেহেতু, টিও লাইসেন্স প্রাপ্তির পর থেকে বাণিজ্য সংগঠনটি লাইসেন্সের বিধি-বিধান পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট নথিতে পাওয়া যায়নি;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি বার্ষিক সভার কার্যবিবরণীতে উত্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি অডিট রিপোর্ট, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং ব্যালেন্সসীট নিয়মিতভাবে দাখিল করেনি;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর নিয়মাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, এ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১১২, তারিখ ১৩-০৩-২০২৩ মূলে বাংলাদেশ টোব্যাকো প্রোডাক্টস পরিবেশক সমিতি-এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শনের জন্য নিয়োগকৃত কর্মকর্তা প্রতিবেদনে জানান যে, ২২-০৩-২০২৩ তারিখ সংগঠনের অফিস ঠিকানা: হাউজ-৭, রোড-৭ গুলশান মডেল টাউন-১, ঢাকা-এ পরিদর্শনের জন্য সরজেমিনে গিয়ে উল্লিখিত ঠিকানায় অনেক খোঁজাখুজি করেও পাওয়া যায়নি;

যেহেতু, লাইসেন্স বাতিল কেন করা হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে এবং ডাক জারীবিহীন অবস্থায় ফেরৎ এসেছে; এবং

যেহেতু, ০১-০৪-১৯৮৯ তারিখে বার্ষিক সাধারণ সভার তথ্য পরবর্তী কোন রিটার্ন/তথ্যাদি যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে দাখিল করা হয়নি; এবং

সেহেতু, বাংলাদেশ টোব্যাকো প্রোডাক্টস পরিবেশক সমিতি-এর অনুকূলে লাইসেন্স মঞ্জুরের পর থেকে সংগঠনটি সম্পূর্ণ অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে বিধায় বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২-এর ৫ ধারা এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর ১১ (১) বিধির আওতায় "বাংলাদেশ টোব্যাকো প্রোডাক্টস পরিবেশক সমিতি"-এর অনুকূলে ১৪-০৩-১৯৮৯ তারিখে প্রদত্ত লাইসেন্স নম্বর ১৬/৮৯ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

তারিখ: ৫ বৈশাখ ১৪৩০/১৮ এপ্রিল ২০২৩

নং ২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০০৫.১২.১৮৭—'বাংলাদেশ রেডিমিক্স কনক্রিট এসোসিয়েশন' সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টিও লাইসেন্স প্রাপ্ত একটি বাণিজ্য সংগঠন; যার লাইসেন্স নং-১৪/২০১৩, তারিখ ৩০-০৪-২০১৩;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত পত্রাদির জবাব দেয়নি;

যেহেতু, টিও লাইসেন্স প্রাপ্তির পর থেকে বাণিজ্য সংগঠনটি লাইসেন্সের বিধি-বিধান পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট নথিতে পাওয়া যায়নি;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি বার্ষিক সভার কার্যবিবরণীতে উত্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি অডিট রিপোর্ট, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং ব্যালেন্সসীট নিয়মিতভাবে দাখিল করেনি;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর নিয়মাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, ০৩-০৭-২০১৮ তারিখে বার্ষিক সাধারণ সভার তথ্য পরবর্তী কোন রিটার্ন/তথ্যাদি যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে দাখিল করা হয়নি; এবং

যেহেতু, লাইসেন্স বাতিল কেন করা হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে এবং নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হবার পরও জবাব পাওয়া যায়নি;

সেহেতু, বাংলাদেশ রেডিমিক্স কনক্রিট এসোসিয়েশন-এর অনুকূলে লাইসেন্স মঞ্জুরের পর থেকে সংগঠনটি সম্পূর্ণ অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে বিধায় বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২-এর ৫ ধারা এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর ১১ (১) বিধির আওতায় "বাংলাদেশ রেডিমিক্স কনক্রিট এসোসিয়েশন"-এর অনুকূলে ৩০-০৪-২০১৩ তারিখে প্রদত্ত লাইসেন্স নম্বর ১৪/২০১৩ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

নং ২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০৩৪.১১.১৮৬—'বাংলাদেশ কনজুমার প্রেডাক্টস্ ম্যানুফ্যাকচারার এন্ড মার্কেটার্স এসোসিয়েশন' সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টিও লাইসেন্স প্রাপ্ত একটি বাণিজ্য সংগঠন; যার লাইসেন্স নং-২৪/২০১২, তারিখ ১৬-০৪-২০১২;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত পত্রাদির জবাব দেয়নি;

যেহেতু, টিও লাইসেন্স প্রাপ্তির পর থেকে বাণিজ্য সংগঠনটি লাইসেন্সের বিধি-বিধান পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট নথিতে পাওয়া যায়নি;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি বার্ষিক সভার কার্যবিবরণীতে উত্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি অডিট রিপোর্ট, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং ব্যালেন্সসীট নিয়মিতভাবে দাখিল করেনি;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর নিয়মাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, ৩০-০৬-২০১৫ তারিখে বার্ষিক সাধারণ সভার তথ্য পরবর্তী কোন রিটার্ন/তথ্যাদি যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে দাখিল করা হয়নি; এবং

যেহেতু, লাইসেন্স বাতিল কেন করা হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে এবং নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হবার পরও জবাব পাওয়া যায়নি;

সেহেতু, বাংলাদেশ কনজুমার প্রেডাক্টস্ ম্যানুফ্যাকচারার এন্ড মার্কেটার্স এসোসিয়েশন-এর অনুকূলে লাইসেন্স মঞ্জুরের পর থেকে সংগঠনটি সম্পূর্ণ অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে বিধায় বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২-এর ৫ ধারা এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর ১১ (১) বিধির আওতায় "বাংলাদেশ কনজুমার প্রোডাক্টস্ ম্যানুফ্যাকচারার এন্ড মার্কেটার্স এসোসিয়েশন"-এর অনুকূলে ১৬-০৪-২০১২ তারিখে প্রদত্ত লাইসেন্স নম্বর ২৪/২০১২ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: হাফিজুর রহমান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ২২ শ্রাবণ ১৪৩০/০৬ আগস্ট ২০২৩

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০৩.৮৯(১)-২৭৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ নাজমুস সাকিব, জন্ম তারিখ: ৩০-১২-১৯৯৭ খ্রি., পিতা-মোঃ আলী হোসেন, মাতা-রাশিদা আক্তার, গ্রাম-জয়দা, ওয়ার্ড নং-০৩, ডাকঘর-রানীগঞ্জ, উপজেলা-ত্রিশাল, জেলা-ময়মনসিংহ।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার ১০ নং মঠবাড়ী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।